গ্রন্থ পর্যালোচনা: দ্যা এন্ডলেস ক্রাইসিস

গৌতম গৌরব বড়ুয়া

২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক সংকট আরম্ভের পর থেকেই 'গৃহায়ন বুদবুদ' বা 'হাউজিং বাবল' ফেটে যাওয়ার কার্যকারণ নিয়ে নানান বিশ্লেষণ শুরু হয়। কোন কোন বিশ্লেষকের মতে এটি 'নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থতার' কারণে হয়েছে, আবার কারো মতে এর জন্য দায়ী 'গ্লাস-স্টিগাল এ্যাক্ট'। অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই, বিশেষ করে প্রচলিতধারার অর্থনীতিবিদরা (Orthodox) এই সংকটকে ইতিহাসের নিরীখে বিশ্লেষণ করা থেকে বিরত থেকেছেন। প্রচলিতধারার বাইরের (Heterodox) অর্থনীতিবিদ এবং একই সাথে এই বইয়ের লেখকদ্বয় জন বেলামি ফস্টার ও রবার্ট ডব্লিউ মেকচেসনি এমনটি করেননি। এই দুই অধ্যাপক, প্রথমজন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব অরিগনে সামাজিক বিজ্ঞান পড়ান এবং অপরজন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আরবানা-শেমপেইন এ যোগাযোগ শিক্ষা পড়ান, তাঁরা এই সংকটকে শুধু ইতিহাসের নিরীখেই বিশ্লেষণ করে ক্ষান্ত হননি- একই সাথে এই সংকটকে 'সীমাহীন' সংকট হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন; কারণ এই অচলাবস্থা অর্থনীতিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মেও প্রবাহিত হবার সংকেত প্রদান করে।

মোট ছয়টি অধ্যায় নিয়ে গঠিত এই বইয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে- কিভাবে এই সংকট 'সীমাহীন সংকটে' পরিণত হল আর কী কারণেই বা এই অচলাবস্থা দেখা দিল। 'ত্রয়ী অর্থনীতি' (উত্তর আমেরিকা, ইউরোপে এবং জাপান) আর চীনের উদাহরণ টেনে বইটিতে আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে- কিভাবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো একটি দেশের অর্থনীতিকে স্থবির করে ফেলে।

বইটির শুরুতেই পল সুইজির 'একচেটিয়া পুঁজি' (Monopoly Capital) এর আলোকে 'একচেটিয়া আর্থিক পুঁজি' (Monopoly-finance capital) ধারণাটির অবতারণা করানো হয়, যেখানে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো উৎপাদনের বদলে ফটকা আর্থিক ব্যবস্থার (financial speculation) মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। মার্কস থেকে শুরু করে সুইজির বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে বইটিতে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর অতি-পুঞ্জিভবন (over-accumulation) এবং ঋণায়নে (financialisation) প্রবণতাকে চিহ্নিতকরণ করা হয়।

১৯৭০ সাল থেকে শুরু করে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প, ব্যাংক, পাইকারি খাত (উদাহরণস্বরূপ ওয়ালমার্ট), কম্পিউটার এবং সফটওয়্যারের মত খাতগুলোতে গোষ্ঠীতান্ত্রিক (oligopolistic) ও প্রায়-একচেটিয়াসম প্রতিযোগিতা (quasi-monopolistic) বিরাজ করছে। এসব খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো পুরো বাজারের দাম, উৎপাদন এবং বিনিয়োগকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। একচেটিয়াসম প্রতিষ্ঠানের (monopolistic) উত্থানের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি উৎপাদনের বদলে ফটকা অর্থায়নের (speculative finance) দিকে সরে আসে, বিশেষ করে ১৯৮০ দশকের পর থেকে ফটকা অর্থায়ন অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। একচেটিয়াসম বাজারের 'বাড়তি সামর্থ্য'(excess capacity) বৈশিষ্ট্যটি দেশীয় বাজারকে এসময় আকর্ষণহীন করে তোলে এবং এর 'নয়া বিনিয়োগকারীদের বাধা দান' বৈশিষ্ট্যটি বৃহদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেশীয় বাজারে আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করতে থাকে। মূল অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশসমূহে বিনিয়োগে করতে আসে এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রূপ নেয়। আবার অনেক প্রতিষ্ঠান ফটকা বিনিয়োগ করে, যার ফলে আর্থিক বুদবুদেরও (financial bubbles) সৃষ্টি হয়। এই উভয়প্রকার বিনিয়োগ সিদ্ধান্তই পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রে বহুদশকজুড়ে বিনিয়োগ হ্রাসের (multi-decade decline) সূত্রপাত ঘটায় এবং অর্থনীতিকে স্থবির অর্থনীতির (stagnant economy) দিকে নিয়ে যায়।

বইটি চিহ্নিত করে যে বৈশ্বিক শ্রম বাজার উত্তর থেকে দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে সরে আসছে এবং এর পিছনে ভূমিকা মূলত একচেটিয়া পুঁজি ও বহুজাতিক কোম্পানির মাধ্যমে পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণের। 'ত্রয়ী অর্থনীতি'র বহুজাতিক কোম্পানিগুলো চূড়ান্তপণ্য (final goods) নিম্ন মজুরির দেশে উৎপাদন করে আর তা সরবরাহ করে উত্তরের শিল্পোন্নত দেশে। এই কারণে ত্রয়ী অর্থনীতি নিজ দেশে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হচ্ছে; উদাহরণস্বরূপঃ বর্তমানে জেনারেল মোটরস, শেভরন, আইবিএম ও কোকাকোলাসহ বহুপ্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের বদলে বিদেশে বেশি শ্রমিক নিয়োগ করে।

বইটির লেখকদ্বয় বিমূর্ত উন্নয়ন মডেলের এই অনুমিতিকে ভুল প্রমাণের চেষ্টা করেন যে 'সকল দেশসমূহ একই উন্নয়ন পর্ব দিয়ে যায়, এবং পর্যায়ক্রমে শ্রম সম্পর্কিত দ্রব্যাদি উৎপাদন থেকে পুঁজি ও জ্ঞান সম্পর্কিত দ্রব্যাদি উৎপাদনের দিকে সরে আসে'। বইটিতে প্রায় ২.৪ বিলিয়ন লোকের বিশাল 'বিশ্ব মজুদ বাহিনী' (Global Reserve Army)র কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা বেকার, ঝুঁকিপূর্ণ কর্মে নিয়োজিত এবং অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। যাদের অধিকাংশই বসবাস করে নিম্ন আয়ের দেশে। লেখকদ্বয়ের মতে এই 'বিশ্ব মজুদ বাহিনী'র কারণেই উন্নয়ন মডেলের অনুমিতিটি বিফলে যায়। লেখকদ্বয় দেখিয়েছেন যে, উন্নত দেশের মজুরি হ্রাস করে অথবা সেখানে শিল্প স্থানান্তর করে এমনকি নিম্ন আয়ের দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করেও এই বিশাল 'মজুদ বাহিনী' পরিশোষিত হবে না। ফলাফল হবে উত্তর গোলার্ধের মানুষ চাকুরি হারাবে আর দক্ষিণ গোলার্ধ নিম্ন মজুরীতেই থাকবে যতদিন না পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণির সংগঠনগুলো আন্তর্জাতিক সংহতি ও সংগ্রামের মাধ্যমে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারে।

চীন, বহু দশক ধরে উচ্চ প্রবৃদ্ধির মধ্যে থাকা সত্ত্বেও নিম্ন মজুরির (অস্তিত্ব টিকে রাখার মত মজুরি) দেশ হিসাবেই রয়েছে এবং উচ্চ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। এর অতি-বিনিয়োগ প্রবণতা, ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধি, নিম্ন ভোগ (low consumption), এবং সর্বোপরি আবাসন শিল্পে বুদবুদের সৃষ্টি নিকট ভবিষ্যতে ঋণায়ন ও অর্থনৈতিক সংকটের শঙ্কার সৃষ্টি করছে। রফতানির উপর অতি নির্ভরশীলতা এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিবেষ্টিত চীনের অর্থনীতিও ক্রমশ স্থবির অর্থনীতির দিকে ধাবমান হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী স্থবিরতা ও আর্থিক সংকট সৃষ্টিকারী বৈশ্বিক একচেটিয়া-আর্থিক পুঁজি ব্যবস্থা (Global monopoly finance capital system) সারা বিশ্বেই উচ্চমাত্রায় বৈষম্য সৃষ্টি করছে। বর্তমান আর্থিক সংকটকে উদাহরণ হিসাবে নিয়ে লেখকদ্বয় গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করেছেন এবং বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কিভাবে এই ব্যবস্থা একের পর এক সংকট সৃষ্টি করে চলছে যেন এটি একটি "সীমাহীন সংকট"।

বইয়ের লেখকদ্বয় মান্থলি রিভিউ নামক মাসিক ম্যাগাজিনের নিয়মিত লেখক।তারা এই বইয়ে বর্তমান ব্যবস্থার সংকট চিহ্নিত করার পাশাপাশি "বৈষম্যহীন সমাজ" গঠনের উদ্দেশে একটি "নতুন ব্যবস্থা" সৃষ্টির দিকনির্দেশনা দিতে চেষ্টা করেছেন।

গৌতম গৌরব বড়ুয়া: শিক্ষার্থী, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ইমেইল: gourab.goutam@gmail.com

দ্যা এন্ডলেস ক্রাইসিস: হাউ মনোপলি-ফাইনান্স ক্যাপিটাল প্রডিউসেস স্ট্যাগনেশান এন্ড আপহিভাল ফ্রম ইউএসএ টু চায়না

লেখক: জন বেলামি ফস্টার ও রবার্ট ডব্লিউ মেকচেসনি

প্রকাশক: মান্থলি রিভিউ প্রেস

প্রকাশকাল: ১লা সেপ্টেম্বর ২০১২